নাশক ব্যবস্থা অনুসারে জমি জরিপ হতো না। জমির উৎপাদিকা শক্তি ও দেখা হতো না। শস্যের ফলন দেখে সরকারি কর্মচারী মোটামুটি একটি অনুমানের উপর রাজস্ব নির্ধারণ করত। বাংলাদেশ গুজরাট ও কাথিয়াবাড় অঞ্চলে প্রচলিত ছিল এবং এক্ষেত্রে সরকার রায়ত এর কাছ থেকে সরাসরি রাজস্ব আদায় করত।

Scanned with CamScanner

SEM - 4TH
PAPER - 8TH

মুঘল যুগের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা:: 1582 খ্রিস্টাব্দে আকবরের দেওয়ান টোডরমল রাজস্ব সংগ্রহের যে নতুন ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন তা ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা নামে পরিচিত।এই ব্যবস্থার ফলে জমি জরিপ করে জমির উৎপাদিকা শক্তি এবং জমিতে কতদিন ধরে চাষ হচ্ছে এই সব তথ্যের ভিত্তিতে সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশে আঞ্চলিক ভিত্তিতে তিন ধরনের রাজস্ব ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয়। যথা জাবতি বা দহসালা গাল্লা বক্স বা বাটাই এবং নাশক প্রথা।

টোডরমলের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থার তিনটি উদ্দেশ্য ছিল 1) আবাদি জমির নির্ভুল জরিপ, 2) প্রত্যেক বিঘায় উৎপন্ন সরষের গড় নির্ণয় করা, 3) প্রত্যেক বিঘার রাজস্বের হার নির্ধারণ করা।আকবরের ভূমি রাজস্ব ব্যবস্থা নির্ধারণের জন্য ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন 1582 খ্রিস্টাব্দে এই ব্যবস্থায় রাজস্ব নির্ধারণের জন্য বিগত 10 বছরের উৎপাদিত ফসলের বার্ষিক গড় নির্ণয় করে তার এক-তৃতীয়াংশ ধার্য করা হতো। পরবর্তীকালে জমির উৎপাদিকা অনুসারে জমিকে চারটি ভাগে ভাগ করা হতো যথা ১)পোলাজ ২)পরতি ৩)চাচর এবং ৪)বানজার। গাল্লা বক্স ব্যবস্থা হলো ডুডুমার প্রবর্তিত তিন ধরনের ব্যবস্থার একটি এই ব্যবস্থায় উৎপন্ন ফসলের এক তৃতীয়াংশ সরকারকে রাজস্ব হিসেবে দিতে হতো এই প্রথম সাধারণত জমি জরিপ করা হতো না।

Scanned with CamScanner